চিঠি

ঘাসে বসে চিঠি লিখছে দেহাতি লোক
ঘাসের উপর পা মেলেছে বোবা আলো
এদিক ওদিক ফড়িং নাচে চড়াই ওড়ে
খোলা পায়ের জুতো জোড়া ঘাসেই পড়ে।

চিঠির মধ্যে পড়ছে ঢুকে - একটা দুটো
কলের বাঁশি, গাড়ির আওয়াজ, ঘাসের কুটো,
থেকে থেকে ঘাসের গোড়ায় পড়ছে এসে
মাথার ঘাম কি চিঠির থেকে শব্দ খসে।

কনুই ছুঁয়ে গঙ্গামাটি কলিকাতার
মুলুক যে তার সে-ও, আহা রে, গঙ্গাকিনার,
উবু হয়ে চিঠি লিখছে দেহাতি লোক
চিঠির উপর ঝুঁকে আছে বোবা আলো।

রডোডেনড্রন

ঝড় উঠেছিল রডোডেনড্রনবনে
আমরা তখন ব্যস্ত চড়াই ভাঙায়
তখন কুয়াশা নেমেছে মেঘের থেকে
ঝড় উঠেছিল পর্বত ঘোরা ডাঙায়

রক্ত(স্তবকে চরাচর ছয়লাপ
রেণু উড়ে গিয়ে ঝর্ণার জলে মেশে
ল(ল(লাল রডোডেনড্রনে
অস্তশিখর উতল উঠেছে হেসে।

পাহাড়িয়া পথে শেষ ডাকবাংলোটা
ফেলে উঠে গেছি কয়েকশো গজ ঘুরে
রাত্রে যেখানে তাঁবু ফেলবার কথা
সে গ্রাম এখনো দু'কিলোমিটার দূরে

শু(হয়ে গেল অসাড় তুষারপাত
হিমেল বাতাসে হুহু করে চলি ভেসে
পায়ের তলায় টল্‌মল্‌ করে সাঁকো
রাতের ডেরায় পৌঁছেছি একশেষে।

সে রাতে তোমায় মুখোমুখি চেনা হল
রজনীগন্ধা, রডোডেনড্রন হলে
পরের সকালে আকাশটি ঢলোঢলো
ঝক্‌ঝকে নীলে রডোডেনড্রন জ্বলে।

শিলচর, শিলচর

বরাকের বাঁকে বাঁকে দু-একটি নাও
খেয়া পারাপার করে। ওই পারে গ্রাম
দুধপাতি, এই পারে অন্নপূর্ণাঘাট
গুটি গুটি মানুষেরা ওই তীরে নামে
হেঁটে হেঁটে যায়। দূরে বরাইল শ্রেণী
অন্য পারে মণিপুর কিংবা মিজোরাম
বরাকের মন্থর জলের ধারা
সন্ধ্যা লেগে লাল - কোথাও যাবার নেই
কোথাও কখনো কোনো আত্মীয়তা,
বান্ধব ছিল না যেন-
এই ভাবে বয়ে চলে।

কাছাড় মুলুক ছেড়ে কোথায় বা যাবে -
তিনদিকে পাহাড় আর অন্য দিকে স্বভাষী অথচ ভিন্‌দেশ
কাছাড়ের সোজা মানুষের মতো
সারাটা জীবন এ অঞ্চলে
জীবন কাটাতে চায়

অথবা জীবন দিতে পারে
মুখের ভাষার জন্যে
বর্ষণমুখর এই শিলচর শহরে মেঘেরাও বাঙলায় ঝরে

বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তি

বামিয়ানের বুদ্ধমূর্তির মতো তুমি ছিলে প্রেম
বালুচাপা রেশমপথের ধারে স্মৃতিচিহ্নি(ত
অপিচ বিশাল - যার বড়ো কোন কিছু মানুষের
হৃদয় গড়েনি

গড়তে লাগে কত কাল ভাঙতে দুনিমেষে
সভ্যতার আড়মোড়া ভাঙা - সময়ের পাখসাট

শাসক লোমশ হাতে সমুদ্যত -
'এ মুলুকে এর কোন উপাসক নেই'

হায় প্রেম, পৃথিবীতে পরবাসী ছিলে!

উঠে এসো

উঠে এসো উজ্জ্বল যুবক
অন্তর্গত যৌবনসৌরভে
অকালশীতের গ্-ানি গলে যাক,
ত্র(মাগত কুঠারের ঘায়ে
অসাড় চেতনা অরণ্যের,
জায়মান কিশলয়ে
নিবৃত্তির হোক অবসান।

উঠে এসো, উজ্জ্বল যুবক
জড়ত্বের কারাগারে
পড়ে আছে অহল্যা প্রকৃতি
হে রাম, আনন্দস্যন্দ, এসো।

কাহিনি

সূর্য নিখোঁজ, কিছু রক্ত(াক্ত(পায়ের ছাপ
লেগে আছে পশ্চিমের মেঘে
বিবর্ণ থেকে নৈঃশব্দ্যের কণ্ঠস্বরে কাঁপুনির মতো
দু-একটি পাখির ডাক
স্তব্ধতা দুফাঁক করে চলে যায়।

জোরালো চর্টের আলো ফেলে
চাঁদ আর পূর্ণিমা - টহলে বেরিয়েছে
তার মুখ চেয়ে আকাশ কঁকিয়ে ওঠে
'ওগো আমি মরি নাই গো, ... মরি নাই।'
অতঃপর যথাবিধি আকাশ আবার মরে
প্রমাণ করবে আদতে মরেনি।

ফাল্গুনী রাতের গান

বসন্তের ঘুমভাঙা সাপ
ঘুমন্ত তারার চোখে
বিষদৃষ্টি হানে--
তারায় আগুন জ্বলে ওঠে
সাপের শীতল রক্ত(
উষ(তার আস্বাদ পেয়েছে
ওদিকে তারায় তারায়
টগবগ করছে আগুন-
ফাল্গুনী, রোহিনী, চিত্রা, স্বাতী, অ(ন্ধতী।
আকাশ - জামিন বেড়া উত্তাপের চাপে
নিথর ঝর্নারা ফের বে-লাগাম
পৃথিবীর বুক ফেটে ফুলের ফোয়ারা বেরিয়েছে।

রজতকান্তি সিংহচৌধুরী